একক ৩ ❐ ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপ

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ বাহ্যিক রূপ
৩.২.১ পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ
৩.২.২ কার্ড ক্যাটালগ
৩.২.৩ স্তবকাকৃতি ক্যাটালগ
৩.২.৪ অন্যান্য বাহ্যিক রূপ
৩.৩ দৃষ্টিযোগ্য সূচী
৩.৩.১ কার্ডেক্স
৩.৩.২ কম্পিউটার ক্যাটালগ
৩.৪ ক্যাটালগের আন্তর প্রকৃতি
৩.৪.১ আভিধানিক ক্যাটালগ
৩.৪.২ বর্গীকৃত ক্যাটালগ
৩.৪.৩ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার
৩.৪.৪ বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী
৩.৫ গ্রন্থকার ক্যাটালগ
৩.৬ নাম ক্যাটালগ
৩.৭ বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ
৩.৮ বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগ
৩.৯ অনুশীলনী
৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ প্রস্তাবনা

ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুত করা এবং সেগুলি বিধিসম্মতভাবে বিন্যাস করা, এই দুই কাজ মিলিয়ে ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়। ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলি কোন ধরনের উপাদানের উপর লিপিবদ্ধ হবে এবং সেই উপাদান বিভিন্ন এন্ট্রি অনুযায়ী কীভাবে বিন্যস্ত হবে, এই বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে উপাদান ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলিকে ধারণ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে বিন্যস্ত হয়, সেই বস্তুসমষ্টি হচ্ছে ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপ এবং আকৃতি। একাধিক বাহ্যিক রূপ আছে। তাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নির্ভর করে সেই বাহ্যিক রূপের সুবিধা-অসুবিধার বিচার করে। ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন গ্রন্থাগারকর্মী কিন্তু ব্যবহার করেন পাঠক ও ব্যবহারকারীরা। তাঁদের উদ্দেশ্যসাধন করার জন্যই ক্যাটালগের প্রস্তুতি।

গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে, ক্যাটালগের কার্যকারিতা বিচার করে, ক্যাটালগের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বিবেচনা করে বাহ্যিক রূপ নির্দিষ্ট করা হয়। পাঠক ও ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারে এসে ক্যাটালগ ব্যবহার

করেন। প্রথম পরিচয় হয় তার বাহ্যিক রূপের। তারপর তিনি ক্যাটালগ এন্ট্রি ও তাদের বিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন। গ্রন্থাগার কর্মীরাও ক্যাটালগ ব্যবহার করতে হয়—ক্যাটালগ প্রস্তুত করার জন্য, গ্রন্থসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্যাটালগ আধুনিক রাখার জন্য। ক্যাটালগ গ্রন্থাগার সংগ্রহের দর্পণ বলে গ্রন্থাগারে নূতন গৃহীত গ্রন্থের এন্ট্রিগুলি তৎক্ষণাৎ ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনো কারণে বাতিল গ্রন্থগুলির ক্যাটালগ এন্ট্রি ক্যাটালগ থেকে বর্জন করতে হবে ক্যাটালগকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার জন্য। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে এন্ট্রিগুলির পরিবর্তন করতে হয়। ক্যাটালগ সর্বাধুনিক (up-to-date) করতে হলে এই গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এই কর্মধারা প্রবহমান। এইসব কারণে ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রন্থাগারে ক্যাটালগের যে বাহ্যিক আকৃতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই বাহ্যিক রূপের কতকগুলি সুবিধা থাকা প্রয়োজন। এই সুবিধাগুলি বাহ্যিক আকৃতির অন্তর্নিহিত গুণ। বিভিন্ন বাহ্যিক আকৃতির সুবিধা অসুবিধা আছে। সেইগুলি বিবেচনা করে গ্রন্থাগারে ক্যাটালগের বাহ্যিক আকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যিক। এক ধরনের বাহ্যিক আকৃতি গ্রহণ করার পর তার পরিবর্তন করা অসম্ভব কারণ তার ফলে সমগ্র গ্রন্থাগার সংগ্রহের নূতন ক্যাটালগ করতে হবে।

৩.২ বাহ্যিক রূপ

ক্যাটালগের বাহ্যিক আকৃতির নিম্নোক্ত গুণগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত—

১. নমনীয়তা (Flexibility)। ক্যাটালগ এন্ট্রি প্রস্তুত করা এবং বিন্যাসের সুবিধা ও কার্যকারিতার জন্য ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপটি নমনীয়, স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন এবং সম্প্রসারণশীল হওয়া প্রয়োজন। নূতন এন্ট্রির নির্দিষ্ট স্থানে বিন্যাস, আপেক্ষিক অবস্থান, পুরাতন অথবা অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রির সহজে বর্জন, এন্ট্রির বদল ও পরিবর্তন ক্যাটালগের নমনীয়তাকে সূচিত করে।

২. ক্যাটালগ পাঠক ও ব্যবহারকারী এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে সমানভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

৩. ক্যাটালগের ব্যবহার সহজ, সরল এবং দ্রুত হওয়া উচিত।

৪. ক্যাটালগ প্রস্তুত করা ও ধারাবাহিকভাবে আধুনিক (up-to-date) করা যেন জটিল এবং ব্যয়বহুল না হয়।

৫. ক্যাটালগ ঘনসংবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রি না থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. একই শ্রেণির এন্ট্রিগুলি পাশাপাশি বিন্যাস করতে হবে।

৭. সম্পর্কযুক্ত এন্ট্রিগুলির সন্ধানসূত্র থাকা আবশ্যিক।

ক্যাটালগের যতগুলি বাহ্যিক রূপ আছে তার সবগুলিতেই উপরোক্ত সবগুলি গুণ দেখা যায় তা নয়, তবে গ্রন্থাগারে ক্যাটালগের জন্য এমন বাহ্যিক রূপ নির্বাচন করা উচিত যার মধ্যে সেই গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ গুণগুলি থাকে।

সাধারণভাবে ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপ আছে তিনটি—

১. পুস্তকাকৃতি (book form) ক্যাটালগ

২. কার্ড (card form) ক্যাটালগ

৩. স্তবকাকৃতি (shead form) ক্যাটালগ

৩.২১ পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ

পুস্তকাকৃতি পুস্তকের আকারে থাকে অর্থাৎ পুস্তকের কাগজ ভাঁজ করে পুস্তকের মতো ভাঁজ করা হয়। সেই এন্ট্রিগুলি হাতে লেখা যায়, টাইপ করা স্লিপ আঠা দিয়ে লাগানো যায় অথবা গ্রন্থের মতো মুদ্রণ করা যায়। একই শ্রেণির এন্ট্রি পাশাপাশি রাখার জন্য পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগের প্রতি পৃষ্ঠায় খালি জায়গা অথবা সাদা পাতা রাখা হয়। ভবিষ্যতে সংগৃহীত গ্রন্থগুলির এন্ট্রি যাতে পাশাপাশি রাখা যায়। বাহ্যিক রূপের মধ্যে পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ সবচেয়ে প্রাচীন।

বিশ্বের বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলি পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছে। মুদ্রণের পরে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সংযোজন হলে ক্যাটালগের পরিপূরক অংশ মুদ্রণ করা হয়েছে। আমেরিকায় হার্ভার্ড ক্যাটালগ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার পরে ইয়েল বুক ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত ক্যাটালগ প্রকাশ করেছিল। এই ক্যাটালগের ২০৯টি খণ্ড এবং প্রতি খণ্ডে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে থেকে 'লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস সাবজেক্ট ক্যাটালগ' এবং 'লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস অথার ক্যাটালগ' মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। আমেরিকার জাতীয় ক্যাটালগ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'দি ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগ : এ কিউমিউলেটিভ অথার লিস্ট' ১৯৫৬। এই ক্যাটালগটি সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম ব্যাপকতম মুদ্রিত ক্যাটালগ হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। আর একটি বিখ্যাত মুদ্রিত ক্যাটালগ হচ্ছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের 'জেনারেল ক্যাটালগ অব্ প্রিন্টেড বুক্স্'। এটি ৩০০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে হাতে লেখা পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ ব্যবহার করা হয়েছে আসছে।

সুবিধা

১. পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ কম জায়গায় এমনকি একটি টেবিলে রাখা যায়।

২. এই ক্যাটালগ বহনযোগ্য। ফলে গ্রন্থাগারের ভিতরে বা বাইরে ব্যবহারকারীর পছন্দমতো ব্যবহার করা যায়।

৩. একটি পৃষ্ঠায় অনেকগুলি এন্ট্রি থাকে বলে ক্যাটালগ ব্যবহারে বেশী সময় লাগে না।

৪. জাতীয় গ্রন্থাগার বা বৃহৎ গবেষণা গ্রন্থাগারের মুদ্রিত ক্যাটালগ পাঠ-সন্ধানসূত্রের আকর হিসাবে গণ্য হতে পারে।

অসুবিধা

১. পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগে এন্ট্রি বিন্যাসের নমনীয়তা খুবই সীমিত। কারণ এন্ট্রিগুলি একক নয়, প্রতি পৃষ্ঠায় অনেকগুলি এন্ট্রি থাকে।

২. পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ মুদ্রণ করা হলে সর্বাধুনিক (up to date) থাকে না। মুদ্রণ-পরবর্তী এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

৩. বাতিল গ্রন্থের এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগ থেকে বর্জন করা সম্ভব নয়।

৪. ক্যাটালগ এন্ট্রির যে-কোনো পরিবর্তন ও বিন্যাসের পক্ষে পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ অনুপযোগী।

৩.২.২ কার্ড ক্যাটালগ

বর্তমানে ক্যাটালগের বহুল ব্যবহৃত বাহ্যিক রূপ হচ্ছে কার্ড ক্যাটালগ। এই ক্যাটালগে প্রতিটি এন্ট্রি একক কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। মোটা ও শক্ত সাদা কার্ড ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি কার্ড একক এবং পৃথক সত্তাবিশিষ্ট। প্রতিটি কার্ডে একটি মাত্র গ্রন্থের তথ্য থাকে। সেই কার্ডটি একটি গ্রন্থের একটিমাত্র এন্ট্রি নির্দেশ করে। মুখ্য এন্ট্রি, অতিরিক্ত এন্ট্রিগুলি এবং বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রিগুলি এক-একটি পৃথক কার্ডে লিপিবদ্ধ হয়। এইভাবে একক কার্ডগুলি বিধিসম্মত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করলে কার্ড ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়।

ক্যাটালগ কার্ডের একটি বিধিবদ্ধ মাপ আছে। প্রতিটি কার্ড প্রায় ৫″× ৩″ অথবা ১২.৫ ×৭.৪ সেন্টিমিটার আকারের হয়। অবশ্য কার্ডের সঠিক মাপ হচ্ছে ১২.৮ × ৭.৭ সেন্টিমিটার। কার্ডের শীর্ষ থেকে প্রায় ১″ নীচে সমান্তরালভাবে একটি বা দুটি সরু লাল রেখা থাকে। ওই রেখার প্রায় $^{১}/_{৩}$″ পরে সমান্তরাল একটি বা দুটি সরু লাল রেখা থাকে। এই দুটি লম্বরেখাকে লিখনসীমা (indention) বলা হয়। প্রথম বামদিকের রেখাটিকে প্রথম লিখনসীমা (first indention) এবং দ্বিতীয় রেখাটিকে (second indention) বলা হয়। মুখ্য এন্ট্রি প্রথম লিখনসীমায় শুরু করা হয় এবং অন্যান্য এন্ট্রি দ্বিতীয় লিখনসীমায় শুরু করা হয়। ভূমির সমান্তরাল লাল রেখার নীচে সেই রেখার সমান্তরাল কয়েকটি হালকা নীল রেখা থাকে। এই রেখাগুলি এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করার লাইন স্থির করে দেয়। কার্ডের নীচের দিকে একটি গোল ছিদ্র থাকে।

একক কার্ডগুলি সুরক্ষিতভাবে রাখা যায় না। সেইজন্য কার্ডগুলি রাখা হয় ক্যাটালগ ট্রে-র মধ্যে খাড়া করে। ড্রয়ারের নীচের দিকে একটি ধাতব রড থাকে। সেই রডটি কার্ডের নীচে যে ছিদ্র আছে তার মধ্য দিয়ে গিয়ে কার্ডগুলিকে সুরক্ষিত রাখে। কার্ডগুলি সহজে ট্রে-র থেকে বার করা যায় না। প্রতি ট্রে-তে ৮০০ থেকে ১০০০ কার্ড থাকে। ট্রেগুলি কাঠ বা স্টিল নির্মিত ক্যাবিনেটের মধ্যে রাখা হয়। উপর থেকে নীচে চারটি করে ট্রে থাকে। টার ট্রে-র গুণিতকে ক্যাবিনেটের আকার নির্ধারিত হয়। সবচেয়ে নীচের ট্রে-টি মেঝে থেকে ৩″–৩$^{১}/_{৩}$″ উপরে থাকে ব্যবহারের সুবিধার জন্য।

সুবিধা

১. প্রতিটি কার্ড একক এবং স্বতন্ত্র। প্রতিটি এন্ট্রি একক কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকে ফলে প্রতিটি কার্ড এক-একটি এন্ট্রির একক সত্তা।

২. প্রতিটি কার্ডের একক এবং স্বতন্ত্র সত্তা আছে, ফলে সেই কার্ডগুলির সম্মিলিত রূপ যে কার্ড ক্যাটালগ তার মধ্যে নমনীয়তা আছে। সেই কারণে কার্ড ক্যাটালগ সামগ্রিকভাবে স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন এবং সম্প্রসারণশীল।

৩. প্রতিটি এন্ট্রি স্বতন্ত্র হওয়ার জন্য এন্ট্রিগুলি যেভাবে প্রয়োজন সেইভাবেই সাজানো যায়। এমনকি, নতুন কার্ড বা এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত করলে অথবা অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগ থেকে সরিয়ে নিয়ে সামগ্রিকভাবে ক্যাটালগের বিন্যাস ব্যবস্থা কোনোভাবে বিঘ্নিত হয় না। এইটি সবচেয়ে বড়ো গুণ।

৪. সমধর্মী এন্ট্রিগুলি একই জায়গায় পাশাপাশি বিন্যস্ত থাকে। গ্রন্থাগারে সব সময়েই নূতন গ্রন্থ আসবে

এবং তাদের জন্য নূতন নূতন এন্ট্রি প্রস্তুত করতে হবে। সময়ের এই ধারাবাহিক ব্যবধানের জন্য সমধর্মী এন্ট্রিগুলি একত্রিত থাকার বিন্যাস পদ্ধতি কোনোভাবে বিঘ্নিত হয় না।

৫. একই শ্রেণির এন্ট্রিগুলি পাশাপাশি বিন্যস্ত থাকে, ফলে সম্মিলিত এন্ট্রিগুলি নকল করলে একই গ্রন্থকারের সবগুলি গ্রন্থ অথবা একই বিষয়ের উপর লিখিত গ্রন্থের তালিকা সহজে প্রস্তুত করা যায়। গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করার কাজে এই ক্যাটালগ সুবিধাজনক।

৬. কার্ড ক্যাটালগে সন্ধানসূত্রের নির্দেশিকা (guides) ব্যবহার করা সহজ এবং কার্যকরী।

অসুবিধা

১. কার্ড ক্যাটালগের আকার ক্যাবিনেটের অতি বৃহৎ। গ্রন্থসংগ্রহ বৃদ্ধি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাটালগের আকার বৃদ্ধি লাভ করে, ফলে স্থান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

২. কার্ড ক্যাটালগ প্রস্তুত করা ব্যয়বহুল।

৩. ক্যাটালগ স্থানান্তর করা যায় না।

৩.২.৩ স্তবকাকৃতি ক্যাটালগ

পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ ব্যবহারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং তার অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগের অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক নমনীয় একটি বাহ্যিক রূপ স্তবকাকৃতি ক্যাটালগ। এর বাহ্যিক রূপ হচ্ছে কার্ডের চেয়ে বড় কাগজের স্লিপগুলি প্রায় সমান আকারের দুটি বোর্ডের মধ্যে রেখে সেই স্লিপগুলির বামদিকে রড ও স্ক্রু দিয়ে স্লিপগুলি আটকানো থাকে। স্লিপগুলিতে এন্ট্রি এককভাবে লিখিত হয় এবং বিন্যাস করা হয়। এই ক্যাটালগে ৭$^{৩}/_{৪}$″×৪″অথবা ৮″×৪″কাগজের স্লিপ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি স্লিপে একক এন্ট্রি থাকে। উপরের বোর্ডটিতে বামদিকে প্রায় ১″×১$^{১}/_{২}$″দূরে ভাঁজ করার ব্যবস্থা থাকে। নীচের বোর্ডে দুটি বড় নির্দিষ্ট ব্যবধানে থাকে। তার মধ্য দিয়ে স্লিপগুলি সাজানো হয়। তারপর উপরের বোর্ড বল্টু দিয়ে ও স্ক্রু দিয়ে আটকানো হয়। সেই অবস্থায় দুটি বোর্ডের মধ্যবর্তী স্লিপগুলি বইয়ের পাতার মতো পড়া যায়।

স্তবকাকৃতি ক্যাটালগে প্রতিটি স্লিপে একক এন্ট্রি থাকে এবং স্লিপগুলি বা এন্ট্রিগুলি পুনরায় খোলায় উপযুক্ত অস্থায়ী বাঁধাই হয়। এন্ট্রিগুলি একক এবং স্বতন্ত্র বলে এন্ট্রিগুলিকে প্রয়োজনমতো বিন্যাসপদ্ধতি অনুযায়ী রাখা যায়। এন্ট্রিগুলি হাতে লেখা অথবা টাইপ করা যেতে পারে। এক-একটি বাঁধানো ইউনিটে ৫০০—৬০০ স্লিপ থাকে।

এই ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপ পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগের প্রায় অনুরূপ। এন্ট্রিগুলি একক হওয়ার ফলে কার্ড ক্যাটালগের নমনীয়তা ও সম্প্রসারণশীলতা এই ক্যাটালগের মধ্যে দেখা যায়।

সুবিধা

১. সহজে বহনযোগ্য।

২. সীমিত নমনীয়তা আছে এবং কিছুটা সম্প্রসারণশীল।

৩. এন্ট্রিগুলি একক ও স্বতন্ত্র।

৪. ক্যাটালগ ব্যয়বহুল নয়।

৫. সহজে এন্ট্রিগুলির কপি করা যায়।

অসুবিধা

১. ক্যাটালগ এন্ট্রি বার করা এবং পুনরায় বিন্যাস করা সময় ও শ্রমসাধ্য।

২. কাগজের স্লিপ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যায়।

৩. এই ক্যাটালগে সন্ধানসূত্র নির্দেশ করা যায় না।

৩.২.৪ অন্যান্য বাহ্যিক রূপ

উপরোক্ত তিন ধরনের বাহ্যিক রূপ দীর্ঘকাল ধরে গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। গ্রন্থ (Codex)-এর আবিষ্কারের বহু পূর্বে নানাপ্রকার উপাদানে লেখা হত। মুদ্রণ আবিষ্কারের পরে গ্রন্থের প্রচলিত বাহ্যিক রূপ রীতিসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্যাটালগের আদি বাহ্যিক রূপ ছিল গ্রন্থাগার সংগ্রহের তালিকা। এক এন্ট্রিগুলিকে একক হিসাবে ব্যবহার করে কার্ড ক্যাটালগের অনুরূপ বাহ্যিক রূপ গ্রন্থাগার ক্যাটালগ হিসাবে উপযোগী হয়নি।

৩.৩ দৃষ্টিযোগ্য সূচী (Visible index)

এই সূচীর কার্ডগুলি ক্যাবিনেটে থাকে না, নানা ধরনের ঘূর্ণায়মান অথবা গতিশীল মেকানিক্যাল পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেল্টের উপর কার্ডগুলি সাজানো থাকে। হাতল দিয়ে বেল্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কার্ড দেখতে হয়। আর একটি বাহ্যিক রূপ ছিল ধাতব ফ্রেমের উপরে এন্ট্রি লিখে সেই ফ্রেমের পাশে ছোট ধাতব প্লেটে নির্দেশিকা রাখা। ক্যাটালগ হিসাবে জনপ্রিয় হয়নি। পত্রপত্রিকা, মানচিত্র প্রভৃতির রেকর্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩.৩.১ কার্ডেক্স (Kardex)

এই বাহ্যিক রূপটি কার্ড ক্যাটালগের মতো। কার্ডগুলি ট্রে-র মধ্যে থাকে ভূমির সমান্তরালভাবে। ফলে ট্রেগুলির উচ্চতা কম হয়। প্রতি কার্ডের শীর্ষভাগের একটা অংশ দৃষ্টিযোগ্য থাকে। সেখানে এন্ট্রির শীর্ষক লেখা হয়। পরের কার্ডটি তার উপরে দৃষ্টিযোগ্য অংশ বাদ দিয়ে লেখা হয়। সাধারণত বড় আকারের কার্ড ব্যবহার করা হয়। ট্রে টেনে নিয়ে কার্ডের শীর্ষক দেখা হয়। কার্ডটি দণ্ডায়মান রাখতে এন্ট্রির মূল অংশ দেখা যায়। পত্রিকার রেকর্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ক্যাটালগ হিসাবে জনপ্রিয় হয়নি।

মাইক্রোফর্ম ক্যাটালগ (Microform Catalogue)

পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ বা কার্ড ক্যাটালগের এন্ট্রিগুলি মাইক্রোফিল্ম করে ক্যাটালগ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। খালি চোখে পড়া যায় না। কার্ড আকারে মাইক্রোসিস (microfiche) করা যায়। মাইক্রোফিল্ম রোল আকারে থাকে। এইগুলি দৈনন্দিন পাঠক ব্যবহারকারীর জন্য নয়। ইউনিয়ন ক্যাটালগ বা বৃহৎ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ রেকর্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোফিল্ম রীডার বা মাইক্রোফিস রীডার মেসিন ব্যবহার করতে হয়।

৩.৩.২ কম্পিউটার ক্যাটালগ (Machine Readable Catalogue)

গ্রন্থাগার পরিচালনায় কম্পিউটার ব্যবহার করা হলে সব ধরনের রেকর্ড, ব্যবহারকারীদের উপযোগী এবং প্রশাসন পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সব ধরনের তথ্য কম্পিউটারে থাকে।

৩.৪ ক্যাটালগের আন্তর-প্রকৃতি (Inner form of Catalogue)

ক্যাটালগের বাহ্যিক আকৃতির মধ্যে কোনো একটি রূপ গ্রন্থাগারে ক্যাটালগের জন্য নির্বাচন করতে হবে। স্তবকাকৃতি ক্যাটালগ গ্রন্থগারে ব্যবহৃত হয় না বলে পুস্তকাকৃতি অথবা কার্ড, এই দুটির একটি গ্রহণ করা হয়। কার্ড ক্যাটালগ ব্যয়বহুল এবং স্থানিক পরিসর বেশী প্রয়োজন হয়। সেই কারণে ছোট গ্রন্থাগারে পুস্তকাকৃতি ক্যাটালগ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঝারি বা বড় গ্রন্থাগারে কার্ড ক্যাটালগ ব্যবহার করা উচিত। কালক্রমে গ্রন্থাগারের আকার যতই বড় হবে কার্ড ক্যাটালগের জন্য তত বেশী জায়গা দরকার হবে। গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান। কার্ড ক্যাটালগ ব্যতীত অধিক সংখ্যক গ্রন্থের ক্যাটালগ প্রস্তুত করা এবং ব্যবহারের উপযুক্ত রাখা সম্ভব নয়। সব দিক বিবেচনা করে বাহ্যিক আকৃতি হিসাবে কার্ড ক্যাটালগ ব্যবহার করা উচিত।

ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপ নির্দিষ্ট হলে তার আভ্যন্তরীণ রূপ (inner form of Catalogue) বিবেচনা করতে হবে। ক্যাটালগের আভ্যন্তরীণ রূপই তার আন্তর-প্রকৃতি। কার্ডে এন্ট্রিগুলি একক, ফলে কার্ডে মুখ্য এন্ট্রি, অতিরিক্ত এন্ট্রি বিষয়শীর্ষক এন্ট্রি প্রভৃতি প্রস্তুত করার পর সেই এন্ট্রিগুলির আন্তর-বিন্যাস ক্যাটালগে যেভাবে করা হবে অর্থাৎ সেই আন্তর্বিন্যাসের বিশেষ পদ্ধতির জন্য ক্যাটালগ যে রূপ গ্রহণ করবে, সেই রূপটিই ক্যাটালগের আভ্যন্তরীণ রূপ (Inner form) অথবা আন্তর-প্রকৃতি। ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলির বিন্যাস এবং ক্যাটালগ ব্যবহারের পদ্ধতি-নির্দেশ ক্যাটালগের আন্তর-প্রকৃতির স্বরূপ।

মুখ্য এন্ট্রির গুরুত্ব বিচারে ক্যাটালগের শ্রেণি (Kind) নির্ণয় এবং সেই শ্রেণির অন্তর্গত ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলির বিন্যাস পদ্ধতি (filing)—এই দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ক্যাটালগের আভ্যন্তরীণ রূপ। বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ রূপকে এক-একটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সেই দিক দিয়ে ক্যাটালগের আভ্যন্তরীণ রূপ ও শ্রেণি সমার্থক।

মুখ্য এন্ট্রির গুরুত্ব এবং এন্ট্রিগুলির বিন্যাস পদ্ধতি বিচার করে ক্যাটালগের আভ্যন্তরীণ রূপকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য এই শ্রেণিগুলির মধ্যে সাযুজ্য আছে। কতকগুলি শ্রেণির মধ্যে আংশিক অভেদত্ব আছে। কিন্তু চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ছয়টি শ্রেণি হল—

১. আভিধানিক ক্যাটালগ (Dictionary Catalogue)

২. বর্গীকৃত ক্যাটালগ (Classified Catalogue)

৩. গ্রন্থকার ক্যাটালগ (Author Catalogue)

৪. নাম ক্যাটালগ (Name Catalogue)

৫. বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ (Alphabetical Subject Catalogue)

৬. বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগ (Alphabetico-Classed Catalogue)

গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য একটি ক্যাটালগ থাকে। এই ছয় ধরনের মধ্যে একটি ব্যবহার করা যায়। আর এক ধরনের ক্যাটালগ আছে একাধিক গ্রন্থাগারের সামগ্রিক সংগ্রহের রেকর্ডের জন্য। সেই ক্যাটালগকে সম্মিলিত বা ইউনিয়ন ক্যাটালগ (Union Catalogue) বলা হয়।

এই ছয় শ্রেণীর ক্যাটালগকে এন্ট্রির বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসারে দুইটি ভাবে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

১. বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি (Alphabetical arrangement)

২. বর্গীকৃত পদ্ধতি (Classified arrangement)

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে ক্যাটালগ এন্ট্রির শীর্ষক ও তার পরবর্তী শব্দগুলিতে যে বর্ণসকল ব্যবহৃত হয়েছে, শীর্ষকের প্রথম বর্ণ থেকে পরবর্তী বর্ণগুলির ক্রমানুসারে এন্ট্রিগুলির বিন্যাস করা হয়। বর্গীকৃত পদ্ধতিতে কার্ডের বিন্যাস ব্যবস্থায় মুখ্য এন্ট্রি অথবা অতিরিক্ত এন্ট্রিতে ব্যবহৃত বর্গীকৃত প্রতীক বা কল নাম্বার বা বর্গীকরণ সংখ্যার ক্রম অনুসারে এন্ট্রিগুলির বিন্যাস করা হয়। ক্যাটালগের আভ্যন্তরীণ রূপ বা শ্রেণি যা-ই হোক না কেন এই দুই বিন্যাস-পদ্ধতির মধ্যে যে-কোনো একটি পদ্ধতি ক্যাটালগ এন্ট্রির বিন্যাস ব্যবস্থায় ব্যবহার করতে হবে।

বিন্যাস-পদ্ধতির প্রকার অনুযায়ী উল্লিখিত ছয়টি আভ্যন্তরীণ রূপ বা শ্রেণিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি

আভিধানিক ক্যাটালগ

গ্রন্থকার ক্যাটালগ

নাম ক্যাটালগ

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ

বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগ

এই পাঁচটি শ্রেণির ক্যাটালগের এন্ট্রির বিন্যাস-ব্যবস্থা এন্ট্রিতে ব্যবহৃত বর্ণের ক্রম অনুসারে করা হয়। মুখ্য এন্ট্রিতে কল নাম্বার থাকলেও বিন্যাস-ব্যবস্থায় কোনো গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

২. বর্গীকৃত পদ্ধতি

বর্গীকৃত ক্যাটালগ

ক্যাটালগের একটিমাত্র শ্রেণিই বর্গীকৃত পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়। বর্গীকৃত ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রি গ্রন্থকার শীর্ষকে করা হয়। এন্ট্রির অন্যান্য তথ্য আভিধানিক ক্যাটালগের অনুরূপ। কিন্তু এন্ট্রিগুলির বিন্যাস-ব্যবস্থায় শীর্ষক এবং অন্যান্য শব্দের বর্ণগুলিকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কল নাম্বার অথবা বর্গীকরণ সংখ্যা বা প্রতীকের ক্রম অনুসারে এন্ট্রিগুলি বিন্যাস করা হয়।

উপরোক্ত ছয় শ্রেণির ক্যাটালগকে মুখ্য এন্ট্রির গুরুত্ব বিচারে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। মুখ্য এন্ট্রির গুরুত্ব বিচারের অর্থ অধিকাংশ পাঠক কোন্ শ্রেণির এন্ট্রির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন সেই শ্রেণির এন্ট্রিকে মুখ্য এন্ট্রি করা হয়। ক্যাটালগের শ্রেণিচরিত্র মুখ্য এন্ট্রির গুরুত্ব এবং বিন্যাস-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। ক্যাটালগের শ্রেণিচরিত্র অনুযায়ী বিভাগ দুইটি হল—গ্রন্থকারমুখী ক্যাটালগ এবং বিষয়মুখী ক্যাটালগ।

১. গ্রন্থকারমুখী ক্যাটালগ (Author-approach Catalogue)

আভিধানিক ক্যাটালগ

গ্রন্থকার ক্যাটালগ

নাম ক্যাটালগ

২. বিষয়মুখী ক্যাটালগ

বর্গীকৃত ক্যাটালগ

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ

বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগ

গ্রন্থকারমুখী ক্যাটালগে গ্রন্থকার এন্ট্রি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়মুখী ক্যাটালগে বিষয় এন্ট্রি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কোন্ শ্রেণির ক্যাটালগে কী কী ধরনের ক্যাটালগ এন্ট্রি থাকবে অথবা সব ধরনের ক্যাটালগ এন্ট্রি থাকবে কি না সেই বিচারে ক্যাটালগের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এই দুইটি শ্রেণি হল পূর্ণ (complete) ক্যাটালগ এবং অপূর্ণ (incomplete) ক্যাটালগ। পূর্ণ ক্যাটালগের অর্থ সেই শ্রেণির ক্যাটালগে সকল ধরনের ক্যাটালগ। পূর্ণ ক্যাটালগের অর্থ সেই শ্রেণির ক্যাটালগে সকল ধরনের ক্যাটালগ এন্ট্রি থাকে। অপূর্ণ ক্যাটালগের অর্থ সেই শ্রেণির ক্যাটালগে সব ধরনের এন্ট্রি থাকে না, মাত্র এক বা দুই ধরনের এন্ট্রি থাকে এবং সেই এন্ট্রিও সীমিত। পূর্ণতার ভিত্তিতে ক্যাটালগগুলিকে নিম্নোক্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. পূর্ণ ক্যাটালগ (Complete Catalogue)

আভিধানিক ক্যাটালগ

বর্গীকৃত ক্যাটালগ

২. অপূর্ণ ক্যাটালগ (Incomplete Catalogue)

গ্রন্থকার ক্যাটালগ

নাম ক্যাটালগ

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ

বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগ

আভিধানিক ও বর্গীকৃত ক্যাটালগে সকল প্রকার এন্ট্রি থাকে কিন্তু বাকী চার শ্রেণির ক্যাটালগে শ্রেণি অনুযায়ী সীমিত প্রকারে এন্ট্রি রাখা হয়।

৩.৪.১ আভিধানিক ক্যাটালগ

মুখ্য এন্ট্রি, অতিরিক্ত এন্ট্রি, বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি, 'দেখুন' (see) এবং 'আরও দেখুন' (see also) নির্দেশক

কার্ড প্রভৃতি সম্মিলিত করে এবং সেই এন্ট্রিগুলির বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করলে আভিধানিক ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়। মুখ্য এন্ট্রি করা হয় গ্রন্থকার নামে। গ্রন্থকার (author) শব্দটি ক্যাটালগে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিকভাবে লেখক বা রচয়িতা গ্রন্থকার। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সৃষ্টিমূলক চিন্তাভাবনা অথবা শিল্পভাবনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ গ্রন্থের রূপদান করেন, ক্যাটালগে তাঁরাও গ্রন্থকাররূপে স্বীকৃত। সুতরাং গ্রন্থের সম্পাদক, সঙ্কলক, চিত্রশিল্পী, অনুবাদক প্রভৃতি গ্রন্থকারের মর্যাদা পাবেন যদি আখ্যাপত্রে সেই মর্মে উল্লিখিত থাকে।

ক্যাটালগে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও গ্রন্থকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশেষ নামে ধারাবাহিকভাবে পরিচিত হলে, ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন না হলে, আখ্যাপত্রে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব স্বীকৃত হলে প্রতিষ্ঠান 'কর্পোরেট বডি' (Corporate body) হিসাবে মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক হয়। ধর্মগ্রন্থ, অজ্ঞাতপরিচয় রচয়িতার প্রাচীন গ্রন্থ বা ক্ল্যাসিক, অভিধান, কোষগ্রন্থ প্রভৃতির ক্ষেত্রের গ্রন্থনাম মুখ্য এন্ট্রির শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক ক্যাটালগের বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক হওয়ায় মুখ্য এন্ট্রি মূল গ্রন্থকারের নামে হয়। একাধিক গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে সহযোগী গ্রন্থকার, ক্ষেত্র বিশেষে সম্পাদক, সঙ্কলক, অনুবাদক, গ্রন্থনাম সিরিজ-শীর্ষক প্রভৃতির নামে অতিরিক্ত এন্ট্রি করা হয়। বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি রাখা হয় সুনির্দিষ্ট বিষয় (specific subject) শীর্ষকে। এই ক্যাটালগের বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক হওয়ায় শীর্ষক সন্ধানে পাঠকের সংশয় হতে পারে। সেক্ষেত্রে এক শীর্ষক থেকে ক্যাটালগে ব্যবহৃত শীর্ষকে 'দেখুন' এবং 'আরও দেখুন' নির্দেশক কার্ড থাকা প্রয়োজন।

ক্যাটালগে এন্ট্রিগুলির সন্ধানসূত্র হতে পারে গ্রন্থকার বা গ্রন্থনাম সূত্র এবং বিষয় সূত্র। আভিধানিক ক্যাটালগে গ্রন্থকার নাম বা গ্রন্থনাম সূত্র (author approach) এবং বিষয় সূত্র (subject approach) সম্মিলিতভাবে থাকে। ফলে পাঠক নিম্নোক্ত সন্ধানসূত্রগুলি পাবেন বিভিন্ন এন্ট্রির মাধ্যমে।

(ক) ১. কোনো গ্রন্থকারের বিশেষ গ্রন্থটি আছে কী ?

২. কোনো গ্রন্থকারের কতগুলি গ্রন্থ আছে ?

৩. বিশেষ গ্রন্থনাম, সহযোগী গ্রন্থকার, সম্পাদক প্রভৃতির নামে এন্ট্রি আছে কী ?

(খ) বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রির মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়—

১. নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত গ্রন্থটি আছে কী ?

২. নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কতগুলি গ্রন্থ আছে ?

আভিধানিক ক্যাটালগের এন্ট্রি কার্ডগুলি বর্ণানুসারে বিন্যাস করা হয়। যেমন—

অর্থনীতি (বিষয়)	জাগরী (গ্রন্থনাম)
আকাশ কুসুম (গ্রন্থনাম)	ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (চিত্রশিল্পী)
আঢ্য, সমরনাথ (গ্রন্থকার)	ডমরুচরিত (গ্রন্থনাম)
ইতিহাস (বিষয়)	তত্ত্বকৌমুদী (গ্রন্থনাম)
উদয়ের পথে (গ্রন্থনাম)	দত্ত, বিমলকুমার (গ্রন্থকার)
এষা (গ্রন্থনাম)	বসু, বুদ্ধদেব (গ্রন্থকার)

ঔষধ (বিষয়)	মিত্র, গৌতম (অনুবাদক)
কমলাকান্তের দপ্তর (গ্রন্থনাম)	রায়, গৌতম (সঙ্কলক)
চক্রবর্তী, বিমল (গ্রন্থাগার)	শিক্ষাবিজ্ঞান (বিষয়)

উপরোক্ত শীর্ষকগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিহীন। এন্ট্রিগুলির পাশাপাশি অবস্থান নির্ভর করছে এন্ট্রিগুলির শীর্ষকে ব্যবহৃত বর্ণের উপর। শব্দের বানান এন্ট্রিগুলির বিন্যাসের নির্ণায়ক। সেইজন্য এই ক্যাটালগকে আভিধানিক ক্যাটালগ বলা হয়। সকল ধরনের এন্ট্রি থাকে বলে এটি পূর্ণ (Complete) ক্যাটালগ।

আভিধানিক ক্যাটালগের বিষয়মুখী অংশে বিষয়শীর্ষক এন্ট্রি বিন্যাস করা হয়। বিষয়-শীর্ষকগুলি সুনির্দিষ্ট (specific) হতে হবে। বর্ণ ব্যবহার ভিন্ন হলে এন্ট্রির অবস্থান বদলে যাবে। পাঠক বিষয়ের আদ্যবর্ণ মনে রেখে এন্ট্রির সন্ধান করবেন। যেমন, 'জ্যামিতি' বিষয়ের গ্রন্থ 'জ্যামিতি' বিষয়-শীর্ষকে প্রস্তুত করা হয়। বীজগণিতের গ্রন্থ 'বীজগণিত' শীর্ষকে প্রস্তুত করা হয়। পাটিগণিত বিষয়ের শীর্ষক হবে 'পাটিগণিত'। যদিও এই তিনটি বিষয় গণিত-এর অন্তর্ভুক্ত সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক বিচারে তিনটি বর্ণ পৃথক। পাঠকের সন্ধানসূত্র হবে জ, ব এবং প। 'গণিত' বিষয়-শীর্ষক করলে এন্ট্রিগুলির বিন্যাস গ-শীর্ষকের হবে। ফলে পাঠক নির্দিষ্ট গ্রন্থ সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামে পাবেন না।

বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের জন্য আভিধানিক ক্যাটালগের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি আদ্যবর্ণের ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত হয়। সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি এবং ব্যাপক বিষয়ের শাখাগুলি বিপরীতভাবে বিন্যাস করলে এই অসুবিধা কিছুটা দূর করা যায়। যেমন—

অর্থনৈতিক ভূগোল

বাণিজ্যিক ভূগোল

যথাক্রমে অ-বর্ণে এবং ব-বর্ণে বিন্যস্ত হবে। সম্পর্কযুক্ত বিষয় হলেও দুইটির বিন্যাস পৃথকভাবে হবে। কিন্তু পরিবর্তিত বিষয়-শীর্ষক ব্যবহার করলে পাশাপাশি বিন্যাস করা যাবে। যেমন—

ভূগোল—অর্থনৈতিক

ভূগোল—বাণিজ্যিক

আভিধানিক ক্যাটালগে সব ধরনের এন্ট্রি থাকলেও মুখ্য এন্ট্রি গ্রন্থকারের নামে প্রস্তুত করা হয়। অতিরিক্ত এন্ট্রি সহযোগী গ্রন্থকার, গ্রন্থনাম প্রভৃতির নামে করা হয়। ক্যাটালগ এন্ট্রির বিন্যাস ব্যবস্থার মধ্যেও গ্রন্থকার, গ্রন্থনাম প্রভৃতির গুরুত্ব থাকে। ফলে আভিধানিক ক্যাটালগে তথ্য এবং গঠনরীতির মধ্যে গ্রন্থকারের গুরুত্বই বেশী। পাঠক বা ব্যবহারকারীর ক্যাটালগ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রধান সন্ধানসূত্র হচ্ছে গ্রন্থকার নাম বা গ্রন্থনাম। আভিধানিক ক্যাটালগ সেই কারণে গ্রন্থকারমুখী ক্যাটালগ।

আভিধানিক ক্যাটালগে দেখা যায় গ্রন্থকার নাম, সহযোগী গ্রন্থকার নাম, সম্পাদক, অনুবাদক, চিত্রশিল্পী প্রভৃতির নাম অথবা বিষয় শিরোনাম যা-ই হোক না কেন সবগুলিই সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি (Specific entry)। সুনির্দিষ্ট শীর্ষকের শব্দটি জানলেই বর্ণের ক্রম অনুসারে এন্ট্রি পাওয়া যাবে। তেমনি সুনির্দিষ্ট শীর্ষকে ব্যবহৃত শব্দটি না জানলে বা সংশয় থাকলে এন্ট্রি পাওয়া যাবে না। আভিধানিক ক্যাটালগের কার্যকারিতা এবং সীমাবদ্ধতার মূল উৎস এইখানেই। যেসব পাঠক ও ব্যবহারকারী সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্ধান করেন, তা গ্রন্থকার বা বিষয় যা-ই হোক না কেন, আভিধানিক ক্যাটালগ তাঁদের কাছে অত্যন্ত কার্যকরী, ফলপ্রসূ এবং দ্রুত তথ্য নির্দেশক।

আভিধানিক ক্যাটালগ যে ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটি সুনির্দিষ্ট এন্ট্রিকে কেন্দ্র করে। গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের নামের পদবী অর্থাৎ নামের যে অংশটি এন্ট্রির শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেই পদবীর বানান, নির্দিষ্ট রূপ এবং ক্ষেত্রবিশেষে শব্দ নির্বাচন গ্রন্থকার নাম শীর্ষকের শব্দগঠনকে প্রভাবিত করে। কর্পোরেট বডি অথবা গ্রন্থনামের ক্ষেত্রে নির্বাচিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের আদ্য-বর্ণ ক্যাটালগের এন্ট্রি বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। সুনির্দিষ্ট এন্ট্রিভিত্তিক (Specific entry) বলে আভিধানিক ক্যাটালগে শিরোনামের বর্ণবিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় শিরোনামের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম শব্দটি আপেক্ষিক। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়টির বা বিষয়গুলির পরিমিতি এবং জ্ঞাত জগতের বিশেষে শাখা বা বিভাগ যাকে সংক্ষিপ্ততম বিষয় শিরোনামে অভিহিত করা যায়, সেই গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক হতে পারে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের পরিমিতি অনুসারে এবং জ্ঞান জগতের বিশেষ বিভাগ অনুসারে। যেমন—

বিজ্ঞান — গণিত — জ্যামিতি — সামতালিক ক্ষেত্র

এক্ষেত্রে গণিত বিজ্ঞানের তুলনায় সুনির্দিষ্ট বিষয় কিন্তু জ্যামিতির তুলনায় ব্যাপক বিষয়। তেমনি জ্যামিতির গণিতের তুলনায় সুনির্দিষ্ট বিষয় কিন্তু সামতলিক ক্ষেত্রের তুলনায় ব্যাপক বিষয়। অতএব সুনির্দিষ্ট বিষয়—এই তত্ত্বটি আপেক্ষিক। সুতরাং গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের পরিমিতি বিচার করে সুনির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।

বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের জন্য আভিধানিক ক্যাটালগের এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগের বিভিন্ন স্থানে সম্পর্কবিহীনভাবে বিন্যস্ত হয় বর্ণের ক্রম অনুসারে। পাঠক বা ব্যবহারকারীর পক্ষে কোনো একটি বিষয়ের উপর রচিত সবগুলি গ্রন্থের এন্ট্রি একই স্থানে পাশাপাশি পাওয়া সম্ভব হয় না। অন্যদিকে ক্যাটালগে ব্যবহৃত এন্ট্রির শিরোনামের আদ্যবর্ণ সঠিকভাবে না জানার জন্যও প্রার্থিত শিরোনামের সন্ধান পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়গুলির শিরোনাম বর্ণভেদে ক্যাটালগের বিভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত হয়। গ্রন্থকার নাম, গ্রন্থনাম, বিষয় শিরোনাম প্রভৃতি বিশেষ রূপটির (form) আদ্যবর্ণ, যা ক্যাটালগে এন্ট্রির শীর্ষকে ব্যবহৃত হয়েছে, পাঠক বা ব্যবহারকারীর জানা না থাকলে এন্ট্রির সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। সন্ধান সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তোলে সমার্থক শব্দ (Synonym)। যে-কোনো বিষয়ের একাধিক সমার্থক শব্দ থাকতে পারে। পাঠক বা ব্যবহারকারী যে শব্দটির অধীনে এন্ট্রি সন্ধান করছেন, সেই শব্দ ব্যবহার না করে ক্যাটালগে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে প্রার্থিত এন্ট্রি পাওয়া যাবে না। যেমন—তারকা বা নক্ষত্র, যুক্তি-বিজ্ঞান বা তর্ক-বিজ্ঞান। এক্ষেত্রে সমার্থক শব্দের আদ্যবর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ক্যাটালগ এন্ট্রির অবস্থান এবং পাঠকের সন্ধানসূত্র আলাদা হবে। অনেক ক্ষেত্রে একই গ্রন্থকার বা গ্রন্থনামের একাধিক রূপ থাকতে পারে। গ্রন্থকারের ছদ্মনাম এবং ব্যক্তিনাম, বিবাহিতা মহিলার কুমারী নাম এবং বিবাহোত্তর নাম, বেদ এবং ঋগ্বেদ প্রভৃতি উদাহরণ দেখলে এই সমস্যা বোঝা যাবে।

আভিধানিক ক্যাটালগের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসব্যবস্থায় উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য 'দেখুন' এবং 'আরও দেখুন' কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই রেফারেন্স কার্ডগুলি অব্যবহৃত শীর্ষক থেকে ক্যাটালগে ব্যবহৃত শীর্ষককে নির্দেশ করে। যে আভিধানিক ক্যাটালগে এই ব্যবস্থা থাকে তাকে বলা হয় সংযোগ সাধক (syndetic)। এই ব্যবস্থা না থাকলে সেই ক্যাটালগকে বলা হয় (asyndetic) সংযোগবিহীন ক্যাটালগ। ব্যাপক বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পৃথক বিষয়ের মধ্যেও 'দেখুন' ও 'আর দেখুন' কার্ড ব্যবহার করা হয়। আভিধানিক ক্যাটালগের সাফল্য এবং অসাফল্য অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের রেফারেন্সের ('see' and 'see also') উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

সাধারণভাবে আভিধানিক ক্যাটালগের নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি আছে—

১. এই ক্যাটালগ ব্যবহার করা সহজ।

২. বর্গীকরণ জ্ঞান প্রয়োজন হয় না।

৩. সুনির্দিষ্ট শীর্ষক সন্ধান ত্বরান্বিত করে।

৪. তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের (ready reference) জন্য ব্যবহার উপযোগী।

৫. সকল প্রকারের এন্ট্রির জন্য বিন্যাস পদ্ধতি একই হওয়ায় ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

৬. সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম (specific subject entry) যে-কোনো বিষয়ের উপর এন্ট্রিকে তাৎক্ষণিক নির্দেশ করে।

৭. বিষয়-শিরোনাম (Subject heading) নির্বাচন কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতি-নির্ভর (Classified arrangement) নয় বলে প্রয়োজনমতো বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রিগুলিকে একত্রিত করা যায় এবং এন্ট্রিগুলির মধ্যে সংযোগসাধন করা যায়।

৮. পাঠক বা ব্যবহারকারীর সম্ভাব্য সন্ধানসূত্র অনুযায়ী বিষয়-শীর্ষক গঠন ও নির্বাচন করা সম্ভব।

সাধারণভাবে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলিও আছে—

১. বিষয়-শীর্ষকের ক্ষেত্রে সমার্থক শব্দগুলির মধ্যে সঠিক শীর্ষক নির্বাচন করা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কঠিন।

২. বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়গুলির এন্ট্রি ক্যাটালগের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে।

৩. বিষয়মুখী ব্যবহারের জন্য যথাযথভাবে কার্যকরী নয়।

৪. বিষয়-শীর্ষক গঠনের সমতা রক্ষার জন্য বিষয়-শীর্ষক তালিকা (Subject Heading List) ব্যবহৃত হয়। নূতন নূতন বিষয় এবং বিষয়-শীর্ষকের রূপ পরিবর্তনের ফলে ক্যাটালগে ব্যবহৃত বিষয়-শীর্ষক অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

৫. গ্রন্থকার নাম, গ্রন্থনাম এবং বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শিরোনাম গঠন কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল কাজ।

৩.৪.২ বর্গীকৃত ক্যাটালগ (Classified Catalogue)

বর্গীকৃত ক্যাটালগ প্রাথমিকভাবে একটি বিষয় ক্যাটালগ (Subject Catalogue)। বর্গীকৃত ক্যাটালগে মুখ্য এন্ট্রি, অতিরিক্ত এন্ট্রি এবং গ্রন্থকার সূচী ও বিষয়সূচী এন্ট্রি থাকে। এই সকল প্রকারের এন্ট্রি সম্মিলিত করে যে ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয় তাকে বর্গীকৃত ক্যাটালগ বলা হয়। বর্গীকৃত ক্যাটালগ মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয় আভিধানিক ক্যাটালগের মতোই গ্রন্থকার শিরোনামে। মুখ্য এন্ট্রিতে সেইভাবেই গ্রন্থের সব তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। সেই দিক দিয়ে বর্গীকৃত ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রি এবং আভিধানিক ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রি অনুরূপ। আভিধানিক ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রিতে গ্রন্থের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য কল নাম্বার (Call number) থাকে। বর্গীকৃত ক্যাটালগেও থাকে। উভয় ধরনের ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রি সাধারণভাবে অনুরূপ। আভিধানিক ক্যাটালগের এন্ট্রি বিন্যাসে কল নাম্বারের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক। বর্গীকৃত ক্যাটালগের

মুখ্য এন্ট্রি বিন্যাসের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার নাম বা অন্যান্য তথ্য একেবারে গুরুত্বহীন, কারণ বিন্যাস কল নাম্বারের প্রতীকের ক্রম অনুযায়ী। কল নাম্বার যেহেতু গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে, কল নাম্বার অনুযায়ী এন্ট্রি বিন্যাসের অর্থ বিভাগ ও উপবিভাগসহ বিষয় অনুসারে এন্ট্রি বিন্যাস। সামগ্রিকভাবে বর্গীকৃত ক্যাটালগ বিষয় ক্যাটালগ। বর্গীকৃত ক্যাটালগের নামকরণ বিষয় ক্যাটালগ না হয়ে বর্গীকৃত ক্যাটালগ হয়েছে এই কারণে যে ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলি মুখ্যত বর্গ এবং পরে তার বিভাগ ও উপবিভাগ অনুযায়ী গঠন করা হয়। এন্ট্রিগুলি প্রত্যক্ষভাবে সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম অনুযায়ী বিন্যাস করা হয় না।

কল নাম্বার অনুযায়ী এন্ট্রিগুলি বিন্যাস করা হয় বলে বর্গীকৃত ক্যাটালগ একটি স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বর্গীকরণ স্কীম অনুসরণ করে। শেল্‌ফে গ্রন্থগুলি কল নাম্বার অনুসারে সাজানো থাকে। সেই কল নাম্বার পাওয়া যায় গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠিত বর্গীকরণ স্কীম অনুযায়ী। প্রতিটি গ্রন্থের কল নাম্বার থাকে সেই গ্রন্থের মুখ্য এন্ট্রিতে। সুতরাং মুখ্য এন্ট্রিগুলির বিন্যাস পদ্ধতি গ্রন্থাগারের শেল্‌ফে অনুসৃত বিন্যাস পদ্ধতির অনুরূপ। সুতরাং বর্গীকৃত ক্যাটালগের বিন্যাস বর্গীকরণ স্কীমের নোটেসান (notation) বা প্রতীক বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন অনুযায়ী। বর্গীকরণ স্কীম যেহেতু ব্যাপক বিষয়ক্ষেত্রে থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয় প্রতীক চিহ্নকে প্রসারিত করে এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহার করে, বর্গীকৃত ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রিগুলিও অনুরূপভাবে ব্যাপক বিষয়ক্ষেত্র থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়সীমাকে চিহ্নিত করা অবস্থায় বিন্যস্ত থাকে।

বর্গীকরণ স্কীম যদি যুক্তিসিদ্ধ, কার্যকরী, অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ হয় এবং জ্ঞানজগতের বিভিন্ন রীতিবদ্ধভাবে বিকশিত করতে পারে এবং প্রতিটি ধাপে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিষয় থেকে সঙ্কীর্ণতম বিষয়সীমাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারে, তবে বর্গীকরণ স্কীম বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রে সফল ও কার্যকরী হতে পারে। যদি তা না হয় বর্গীকরণ স্কীম আশানুরূপ কার্যকরী হয় না। বর্গীকৃত ক্যাটালগ যেহেতু বর্গীকরণ স্কীমকে অনুসরণ করে তার বিন্যাস পদ্ধতিতে বর্গীকরণ স্কীমের কার্যকারিতা বর্গীকৃত প্রাথমিকভাবে গ্রন্থাগারে গ্রন্থবিন্যাস পদ্ধতির প্রতিরূপ, বিশেষ করে মুখ্য এন্ট্রির বিন্যাস পদ্ধতিতে।

সামগ্রিকভাবে অবশ্য বর্গীকৃত ক্যাটালগ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ বিন্যাসের অবিকল প্রতিরূপ নয়। কারণ মুখ্য এন্ট্রি ব্যতীত বর্গীকৃত ক্যাটালগে অতিরিক্ত এন্ট্রি এবং অন্যান্য সূচী থাকে। বর্গীকৃত ক্যাটালগ তিনভাগে বিভক্ত এবং তার তিনটি অংশ থাকে। যদিও মূল অংশ বর্গীকৃত ফাইল অথবা মূল বর্গীকৃত ক্যাটালগ নামে অভিহিত হয়। এই তিনটি অংশ বা তিনটি ফাইল সম্মিলিত অবস্থায় বর্গীকৃত ক্যাটালগ নামে পরিচিত। বর্গীকৃত ক্যাটালগ পূর্ণ ক্যাটালগ সুতরাং সব প্রকারের এন্ট্রির থাকা একান্ত আবশ্যক। তিনটি অংশ মিলে সব ধরনের এন্ট্রি এই ক্যাটালগে থাকে।

বর্গীকৃত ক্যাটালগের তিনটি অংশ বা তিনটি ফাইল হল—

১. বর্গীকৃত ফাইল অথবা বিষয় ফাইল অথবা মূল বর্গীকৃত ক্যাটালগ (Classified file or subject file or main classified catalogue)

২. বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার। গ্রন্থনাম সূচী (alphabetical author-title index)

৩. বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী (alphabelical subject index) এই তিনটি অংশের মধ্যে বর্গীকৃত ফাইল পৃথক ক্যাবিনেটে থাকে। বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার। গ্রন্থনাম সূচী এবং বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী দুইটি পৃথক পৃথক ফাইলে থাকে।

বর্গীকৃত ফাইল

বর্গীকৃত ফাইলে বিন্যস্ত এন্ট্রিগুলি গ্রন্থাগারে যে বর্গীকরণ স্কীম অনুযায়ী গ্রন্থ বিন্যাস করা হয়েছে সেই স্কীম অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়। কারণ গ্রন্থ ও গ্রন্থের মুখ্য এন্ট্রির কল নাম্বার অভিন্ন। বর্গীকৃত ফাইলে মুখ্য এন্ট্রিগুলি থাকে এবং অন্য দুই প্রকারের এন্ট্রি থাকে, অতিরিক্ত এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণমূলক বা অ্যানালিটিক্যাল এন্ট্রি (analytical entry) । মুখ এন্ট্রিতে গ্রন্থের বিশদ বিবরণ থাকে অল্পবিস্তর আভিধানিক ক্যাটালগের মুখ্য এন্ট্রির মত। মুখ্য এন্ট্রিতে কল নাম্বার থাকে। অতিরিক্ত এন্ট্রিগুলি বর্গীকৃত ফাইলে থাকে। বর্গীকৃত ক্যাটালগ মূলত বিষয় ক্যাটালগ। মুখ্য এন্ট্রির কল নাম্বার গ্রন্থের প্রধান বিষয়কে নির্দেশ করে এবং মুখ্য এন্ট্রির বিন্যাস বিষয়ক্রমে বিন্যাস। সেই কারণে বর্গীকৃত ক্যাটালগে অতিরিক্ত এন্ট্রিগুলির বিন্যাস মুখ্য এন্ট্রির বিন্যাস অর্থাৎ বিষয় বিন্যাস অনুসরণ করে। মুখ্য এন্ট্রি গ্রন্থের মূল বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। সুতরাং অতিরিক্ত এন্ট্রি গ্রন্থের মূল বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। এই ধরনের এক বা একাধিক অতিরিক্ত বিষয়কে নোটেসান (notation) বা বর্গীকরণ সংখ্যা দেওয়া হয় বর্গীকরণ স্কীম দেখে। অতিরিক্ত বিষয়কে যে নোটেসান নির্দেশ করে সেই নোটেসান অনুসারে অন্যান্য এন্ট্রির সঙ্গে বর্গীকৃত ক্যাটালগে অতিরিক্ত এন্ট্রি বিন্যাস করা হয়। বিষয়-বিশ্লেষণ (Subject anlytical entry) এন্ট্রিগুলিকে অনুরূপভাবে নোটেসানের দ্বারা চিহ্নিত করে বর্গীকৃত ফাইলে বিন্যাস করা হয়। অর্থাৎ নোটেসান বা বর্গীকরণ সংখ্যা দিয়ে যতগুলি ও যত প্রকার এন্ট্রিকে চিহ্নিত করা যায়, সেই এন্ট্রিগুলি বর্গীকৃত ফাইলে বর্গীকরণ সংখ্যা অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়ে থাকে।

৩.৪.৩ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার/গ্রন্থনাম সূচী

বর্গীকৃত ফাইলে বা মূল বর্গীকৃত ক্যাটালগে এন্ট্রিগুলি বিষয় অনুযায়ী নোটেসান বা বর্গীকরণ সংখ্যা অনুসারে বিন্যস্ত হয়। এই বিন্যাস ব্যবস্থার জন্য বর্গীকৃত ক্যাটালগ ব্যবহার করতে হলে পাঠক বা ব্যবহারকারীকে বর্গ বা শ্রেণী-নির্দেশক সংখ্যা বা প্রতীক জানতে হবে। না হলে নির্দিষ্ট এন্ট্রি কার্ডটি পাওয়া যাবে না। পাঠক যদি কেবল গ্রন্থকার নাম বা গ্রন্থনাম জানেন, তাঁর পক্ষে বর্গীকৃত ফাইল ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য গ্রন্থকার, সহযোগী গ্রন্থকার বা গ্রন্থনামে এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয়। এই এন্ট্রিগুলিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততম তথ্য দেওয়া থাকে। সেই এন্ট্রিগুলিকে বর্ণানুক্রমিক ভাবে অন্য একটি ক্যাবিনেটে বিন্যাস করা হয়। কারণ বর্গীকরণ সংখ্যা ও গ্রন্থকার নামের বর্ণানুক্রম একই সঙ্গে বিন্যাস করা সম্ভব নয়। এই বর্ণানুসারে বিন্যস্ত এন্ট্রিগুলিতে কল নাম্বার দেওয়া হয়। এর ফলে পাঠক গ্রন্থকার নাম বা গ্রন্থনাম জেনে মুখ্য এন্ট্রিগুলি মূল বর্গীকৃত ক্যাটালগের অঙ্গীভূত হতে পারে না। সেই কারণে বর্ণানুক্রমিক সূচীর প্রয়োজন হয়। এই ফাইলে সব ধরনের গ্রন্থকার, গ্রন্থনাম ও সিরিজ শিরোনামের এন্ট্রি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে।

৩.৪.৪ বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বর্গীকৃত ক্যাটালগের বিন্যাস যদিও বিষয় অনুসারী, সেই বিষয়গুলি নোটেসান বা বর্গীকরণ সংখ্যা বা প্রতীক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। যেক্ষেত্রে পাঠক বিষয়টি জানেন কিন্তু বর্গীকরণ সংখ্যা জানেন না, সেক্ষেত্রেও গ্রন্থের এন্ট্রি বর্গীকৃত ক্যাটালগে পাবেন না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে একটি পৃথক ফাইলে প্রচলিত ভাষায় বিষয় শিরোনাম নির্বাচন ও গঠন করে বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী প্রস্তুত করা হয়। বিষয়সূচীতে প্রতিটি বিষয়শীর্ষক লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার পাশে ওই বিষয়নির্দেশক

নোটেসান বা বর্গীকরণ সংখ্যা থাকে। ফলে পাঠক বা ব্যবহারকারী প্রচলিত ভাষার বিষয় শিরোনামটি বিষয়সূচীতে বর্ণের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত দেখতে পাবেন এবং আরও দেখবেন পাশে লিখিত নোটেসান বা বর্গীকরণ সংখ্যা। তখন পাঠক মূল বর্গীকৃত ক্যাটালগে বর্গীকরণ সংখ্যা অনুযায়ী বিন্যস্ত এন্ট্রি বা অতিরিক্ত এন্ট্রি দেখতে পাবেন। বর্গীকরণ সংখ্যা না জানলে বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

মূল বর্গীকৃত ক্যাটালগ, বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার/গ্রন্থনাম সূচী ও বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী—এই তিনটি পৃথক ফাইল একত্রে বর্গীকৃত ক্যাটালগ (Classified Catalogue) নামে অভিহিত। মুখ্য এন্ট্রি কার্ডের বিন্যাসই ক্যাটালগের আন্তর-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। গ্রন্থ বর্গীকরণ এবং শেল্‌ফে গ্রন্থের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বহুল প্রচলিত রীতিবদ্ধ বর্গীকরণ স্কীম গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হয়। এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বর্গীকৃত ক্যাটালগের গঠন প্রকৃতি ও বিন্যাস প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত বর্গীকরণ স্কীম 'ডিউই ডেসিম্যাল ক্লাসিফিকেসান' (Dewey Decimal Classification)। বর্গীকরণের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস ও শ্রেণীবিন্যাস। বর্গীকরণ স্কীম সম্পূর্ণ জ্ঞানজগতকে বিভিন্ন ভাগে বা বর্গে বিভক্ত করে। প্রতিটি মূল ভাগ ক্রমান্বয়ে বিভাগ, উপবিভাগ, অনুবিভাগ পর্যায়ে বিভক্ত হয়। গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগের জন্য এবং শেল্‌ফে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিন্যাস করার জন্য এই বর্গবিভাজন বাধ্যতামূলক। কারণ গ্রন্থসংগ্রহ পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হবে এবং আবার শেল্‌ফে সুনির্দিষ্ট স্থানে বিন্যস্ত হবে। বর্গীকরণ স্কীম বিষয় বিভাগ করে। ফলে একই বিষয়ের গ্রন্থগুলি একস্থানে থাকে এবং বিভাগ ও উপবিভাগ পাশাপাশি থাকে। বর্গীকৃত ক্যাটালগ বর্গীকরণের এই সুবিধা গ্রহণ করে। বর্গীকরণ স্কীমে বিষয় নোটেসান (Notation) বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি ডিউই স্কীম অনুসরণে দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণি বা বর্গের কার্ড পাশাপাশি বিন্যস্ত হবে। যেমন—

371.5	বিজ্ঞান শিক্ষা
378	টেকনিক্যাল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা

এইভাবে

500	বিজ্ঞান
510	গণিত
520	জ্যোতির্বিদ্যা
530	পদার্থবিদ্যা
540	রসায়ন শাস্ত্র

সাধারণ বিজ্ঞানের এন্ট্রি থাকবে ৫০০ বর্গে, গণিতের এন্ট্রি ৫১০, জ্যোতির্বিদা ৫২০, পদার্থবিদ্যা ৫৩০ উপবর্গে। এর ফলে পাঠক বা ব্যবহারকারী নির্দিষ্টভাবে একটি বর্গীকরণ সংখ্যার অধীনে সেই বিষয়ের সবগুলি এন্ট্রি বিন্যস্ত দেখবেন। সম্পর্কিত বিষয়ও পাশাপাশি থাকবে। বিষয়গত তথ্য সংগ্রহে পাঠক পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ক্যাটালগের এন্ট্রি বিন্যাসের মধ্যেই সেই ব্যবস্থা সুচারুভাবে নিহিত থাকে। বিষয়সূচীর দ্বারাও মুখ্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

ভাষাতত্ত্ব 400

রেলপথ : ইঞ্জিনিয়ারিং 625.1

বর্গীকৃত ক্যাটালগ যথাযথভাবে কার্যকরী হবে না যদি সেই স্কীমের বিষয়বিন্যাস কার্যকরীভাবে প্রতিফলিত

না হয়। বর্গীকৃত ক্যাটালগের সার্থকতা নির্ভর করে বর্গীকরণ স্কীমের কৃতকার্যের উপর। বিষয়ের ক্রমোন্নতিশীল বিকাশ, বিষয়গুলির অন্তর্নীর্ল জটিল সম্পর্ক, একাধিক বিষয় সম্মিলিত হয়ে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থা বর্গীকরণ পদ্ধতিকে জটিল করে তুলেছে। জ্ঞানজগতের অগ্রগতি ও বিকাশশীল বিষয়গুলির প্রসার বিষয়-বিন্যাসের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বর্গীকৃত ক্যাটালগের সুবিধা—

১. ক্যাটালগ এন্ট্রিগুলি যুক্তিসম্মতভাবে বিন্যস্ত হয়, কারণ বর্গীকৃত ক্যাটালগ একটি স্বীকৃত বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

২. একই বিষয়ের এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগের মধ্যে পাশাপাশি থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়গুলির এন্ট্রি নিকটেই থাকে।

৩. বিষয়মুখীন তথ্যানুসন্ধানে বর্গীকৃত ক্যাটালগ সবচেয়ে উপযোগী।

৪. কোনো একটি বিষয়ের উপর গ্রন্থসংগ্রহের আধিক্য অথবা দুর্বলতা বিচার করা সম্ভব এন্ট্রিগুলির একত্রে অবস্থানের জন্য।

৫. সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়।

৬. বর্গীকৃত ক্যাটালগের বিন্যাস শেল্‌ফে গ্রন্থগুলির অবস্থানের অনুরূপ। শেল্‌ফে পাঠকের যাওয়ার অবাধ অধিকার (Open access) থাকলে পাঠকের পক্ষে সহায়ক হয়।

বর্গীকৃত ক্যাটালগের অসুবিধা—

১. বর্গীকৃত ক্যাটালগের ব্যবহার পাঠক বা ব্যবহারকারীর পক্ষে জটিল বলে মনে হয়।

২. সাধারণ গ্রন্থাগারে বা শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে এই ক্যাটালগ সহজে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

৩. তিনটি পৃথক ফাইলের জন্য এন্ট্রি খুঁজে বার করা সময়সাধ্য।

৪. কোনো বিষয়ের নূতন বিভাগ, উপবিভাগ অথবা নূতন সৃষ্ট বিষয় বর্গীকরণ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত না হলে ক্যাটালগে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

৫. বর্গীকরণ স্কীমের দুর্বলতাগুলি বর্গীকৃত ক্যাটালগকে প্রভাবিত করে।

৩.৫ গ্রন্থকার ক্যাটালগ (Author Catalogue)

গ্রন্থকার ক্যাটালগে মুখ্য এন্ট্রিগুলি গ্রন্থকারের নামে প্রস্তুত করা হয়। এন্ট্রিগুলির বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক করা হয়। এই ক্যাটালগে কোনো বিষয়-শিরোনাম এন্ট্রি থাকে না। গ্রন্থকারের অর্থ মূল রচয়িতা, লেখক, ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদক, সঙ্কলক, অনুবাদক, চিত্রশিল্পী, মানচিত্র অঙ্কনকারী প্রভৃতি ব্যক্তি। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও ক্যাটালগের ক্ষেত্রে গ্রন্থকাররূপে স্বীকৃত হয় যদি সেই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে বিশেষ নামে পরিচিত হয়। এইগুলিকে কর্পোরেট বডি (Corporate body) বলা হয়। ধর্মগ্রন্থ, অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার ক্ল্যাসিক গ্রন্থ, অভিধান, কোষগ্রন্থ প্রভৃতির মুখ্য এন্ট্রি গ্রন্থনামে প্রস্তুত করা হয়।

ক্যাটালগ কোডে বিবৃত গ্রন্থকারের সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রন্থের রচয়িতা, গ্রন্থপঞ্জির সঙ্কলক, সঙ্গীত রচয়িতা, চিত্রশিল্পী, অনুবাদক প্রভৃতি ব্যক্তি গ্রন্থকাররূপে স্বীকৃত। গ্রন্থনামের শিরোনামে মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয় বলে গ্রন্থকার ক্যাটালগ আসলে গ্রন্থকার/গ্রন্থনাম ক্যাটালগ। এই ক্যাটালগে আভিধানিক ক্যাটালগের মতো অতিরিক্ত এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয় সহযোগী গ্রন্থকার, ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদক, সঙ্কলক, অনুবাদক গ্রন্থনাম প্রভৃতির শিরোনামে। মুখ্য এন্ট্রি এবং অতিরিক্ত এন্ট্রিগুলি সম্মিলিত হলে গ্রন্থকার ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়। এই ক্যাটালগে কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থকার রচিত কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ আছে কি না তার পরিচয় পাওয়া যায়। সবগুলি এন্ট্রি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। ফলে আদ্যবর্ণ ও শিরোনামে প্রথম শব্দ জানলে নির্দিষ্ট এন্ট্রি পাওয়া যায়। এই ক্যাটালগ অপূর্ণ (incomplete) ক্যাটালগ, কারণ এই ক্যাটালগে বিষয়-শিরোনাম পাওয়া যায় না।

৩.৬ নাম ক্যাটালগ (Name Catalogue)

নাম ক্যাটালগ গ্রন্থকার ক্যাটালগের বর্ধিত রূপ। এটি গ্রন্থকার ক্যাটালগ এবং বিষয় ক্যাটালগের মিশ্র রূপ। নাম ক্যাটালগের বৈশিষ্ট্য এই যে, সবগুলি বিষয়ের এন্ট্রি এই ক্যাটালগে থাকে না। গ্রন্থনামই কেবল বিষয়-শিরোনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুখ্য এন্ট্রিগুলি প্রস্তুত করা হয় গ্রন্থকার নামে। গ্রন্থকার নামকে শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করে তার অধীনে বিভিন্ন গ্রন্থের এন্ট্রি করা হয়, যেমন জীবনী, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, রচনাসংগ্রহ, সম্পাদিত রচনাবলী প্রভৃতি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাম ক্যাটালগে রবীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থগুলির মুখ্য এন্ট্রি হবে রবীন্দ্রনাথের নামে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থের জন্যও এন্ট্রি এই ক্যাটালগে থাকবে। সেক্ষেত্রে সেইসব গ্রন্থকারের নামে মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করা হবে। সেইসব মুখ্য এন্ট্রির ক্ষেত্রে বিষয়-শিরোনামে বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুত করা হবে 'রবীন্দ্রনাথ' নামে। যেমন রবীন্দ্রনাথ—কবিতা, রবীন্দ্রনাথ-উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ-প্রবন্ধ প্রভৃতি। একই নাম যেক্ষেত্রে গ্রন্থকার নাম ও বিষয়-শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, উভয় ধরনের এন্ট্রির পার্থক্য নিরূপণের জন্য দুই রকমের কালি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। গবেষণামূলক গ্রন্থাগারে নাম ক্যাটালগ উপযোগী হতে পারে সীমিতভাবে। এটি অপূর্ণ (incomplete) ক্যাটালগ।

৩.৭ বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ (Alphabetical Subject Catalogue)

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগে প্রচলিত ভাষায় (Natural language) লিখিত বিষয়-শিরোনামে মুখ্য এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয় এবং সেই বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রিগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা হয়। বর্ণানুক্রমিক বিষয়-শিরোনামের ক্ষেত্রে বিষয়-শীর্ষক ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে বিষয়-শীর্ষক সুনির্দিষ্ট (specific) ভাবে বিষয়-শীর্ষক হতে হবে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ততম বিষয়সীমাকে প্রকাশ করতে হবে ভাষায় ন্যূনতম শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে, যা সেই সংক্ষিপ্ততম বিষয়সীমাকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত করবে এবং নির্দেশ করবে। এইভাবে প্রতিটি গ্রন্থের বিষয়-বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণভাবে বিষয়-শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে। বিষয়-শিরোনামের একাধিক রূপের মধ্যে বিচার্য হবে গ্রন্থের বিষয়সীমা, পাঠকের প্রয়োজনও সম্ভাব্য সন্ধানসূত্র। এই সুনির্বাচিত বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রিগুলির সম্মিলিত অবস্থায় বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসকে বিষয় ক্যাটালগ বলা হয়। অন্য কোনো ধরনের এন্ট্রি এই ক্যাটালগে থাকে না।

এই ক্যাটালগ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন—

১. বিষয়-শীর্ষকের সঠিক ও যথার্থ রূপ (form) কী হবে। কী ধরনের শীর্ষক ব্যবহার করলে বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিফলিত ও নির্দিষ্ট হবে।

২. আন্তর্বিষয়ের সম্পর্ক নির্দেশ ও প্রতিফলন এবং একাধিক সম্পর্কিত বিষয়-শীর্ষকের সংযোগ সাধন করার জন্য রেফারেন্স কার্ড কীভাবে প্রস্তুত করা হবে।

গ্রন্থাগার সংগ্রহ, গ্রন্থের নির্দিষ্ট বিষয়, পাঠকের প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য সন্ধানসূত্রে প্রভৃতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগের সুবিধা হচ্ছে সহজে ব্যবহার্য বিষয়বিন্যাস, বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস দ্রুত সুনির্দিষ্ট বিষয়শীর্ষক সন্ধান এবং গ্রন্থের বিষয় ও গ্রন্থকে দ্রুত চিহ্নিতকরণ। এই ক্যাটালগের অসুবিধা হচ্ছে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের ফলে একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখা, বিভাগ ও উপবিভাগগুলি বর্ণানুসারে ক্যাটালগের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। সংশ্লিষ্ট (allied) এবং সম্পর্কিত (related) বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করা দুরূহ। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই ক্যাটালগে গ্রন্থকার ও গ্রন্থনামে কোনো এন্ট্রি থাকে না। এটিও অপূর্ণ (incomplete) ক্যাটালগ।

৩.৮ বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগ

এই ক্যাটালগ বিষয়মুখিন ক্যাটালগ কিন্তু বিষয়-শিরোনামগুলি বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষকের অধীনে প্রস্তুত করা হয় না। সুনির্দিষ্ট বিষয়টি যে বর্গ বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেই বর্গ বা শ্রেণির অধীনে প্রস্তুত করা হয়। বর্গ থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয় পর্যন্ত যে পর্যায়গুলি আছে বর্গীকরণের সেই বিষয়-বিভাজনের পযায়গুলি শীর্ষকের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায় বর্গীকৃত ক্যাটালগের কল নাম্বারকে প্রচলিত ভাষায় রূপান্তরিত করলে এবং বিষয়-বিভাজনের পর্যায়গুলি ঠিক সেইভাবে অনুসরণ করলে বর্ণানুক্রমিক বর্গীকৃত ক্যাটালগের শীর্ষক পাওয়া যায়। বর্গ এবং প্রতিটি পর্যায়ের বিষয়-বিভাজন তার বিভাগ, উপবিভাগ প্রভৃতি নিয়ে নোটেসানকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ ভাষার শব্দচয়ন করে শীর্ষক নির্ধারণ করা হয়। সেই বিষয়-শীর্ষকগুলির অধীনে এন্ট্রি প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং সেই বিষয়-শীর্ষকগুলিকে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করা সম্ভব। এই ক্যাটালগের মধ্যে বর্গীকৃত ক্যাটালগের বিষয়ের পর্যায়মুখিনতার সুবিধা এবং আভিধানিক ক্যাটালগের সরল বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে সুবিধার সমন্বয় করা হয়েছে। যেমন—

বিজ্ঞান-গণিত-জ্যামিতি-বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি

এই এন্ট্রিটি সন্ধান করার জন্য পাঠক উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় পর্যায় বর্ণানুক্রমিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। জ্ঞানজগতে যে অসংখ্য বিষয় আছে এবং তাদের পর্যায়ক্রম আছে কোনো পাঠকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে এই ক্যাটালগ ব্যবহারের পক্ষে কোনোযভাবেই উপযুক্ত নয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গাত মনে হয়। ক্যাটালগ প্রস্তুত করা এবং পর্যায়ক্রমিক বর্ণসন্ধান ক্যাটালগার এবং পাঠকদের পক্ষে অত্যন্ত জটিল। এটিও অপূর্ণ (incomplete) ক্যাটালগ কারণ গ্রন্থকার এবং গ্রন্থনামে কোনো এন্ট্রি থাকে না।

৩.৯ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১। উদাহরণসহ ক্যাটালগের বাহ্যিক রূপগুলির বর্ণনা লিখুন।

২। কার্ড ক্যাটালগের উপযোগিতার বিবরণ লিখুন।

৩। আভিধানিক ক্যাটালগের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য কী ?

৪। বিন্যাসপদ্ধতি অনুসারে ক্যাটালগের শ্রেণীবিভাগ করুন।

৫। মুখ্য এন্ট্রির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. Ranganathan, S. R. : Classified Catalogue Code. Bombay, Asia Publishing House, 1964.

২. Coates, E. J. : Subject catalogues : Headings and Structurer London, K Library Association, 1988.

৩. Tripathi, S. M. : Modern Cataloguing theory and Practice, Agra, S. L. Agarwala, 1982.

৪. Chan, Lois Mai : Cataloguing and classification, New Delhi, McGraw-Hill, 1994.